বর্ষসেরা বিশ্বকর্মী

ইমদাদুল হক

বয়সে তরুণ। গড় বয়স পঁচিশের কোঠায়। এরপরও অর্জন করেছেন বিশ্ব নাগরিকের মর্যাদা। শিক্ষাজীবনের মাঝপথেই ছুটিতে পাঠিয়েছেন 'বেকারত্ব' শব্দকে। কমপিউটার, ইন্টারনেট আর প্রযুক্তিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে ঘরে বসেই বিদেশের নানা ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করেন এরা। দশটা-পাঁচটা অফিস না করেও আয় করছেন ঘণ্টায় ১০ ডলার। পেশায় এরা পরিচিত মুক্ত পেশাজীবী হিসেবে। আয় করছেন বৈদেশিক মুদ্রা। তবে সামাজিকভাবে এই পেশার নেই তেমন কোনো স্বীকৃতি। দেশজুড়েই রয়েছে এমন প্রতিশ্রুতিশীল হাজারো তরুণ। রাজধানী কিংবা বিভাগীয় শহরের বাইরে দেশের ৬৩

জেলাতেই নিভৃতচারীর মতো কাজ করছেন এরা। এদের বেশিরভাগের কাজের বয়স দুই-থেকে তিন বছর। কেউ কেউ আবার এ কাজে জড়িত গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে। তবে এবছরেই প্রথম নারী ও জেলা কোটায় এমন নিভৃতচারী ও প্রতিশ্রুতিশীল ৯৯ ফ্রিল্যান্সারকে সম্মানিত করল বেসিস। এর মধ্যে ৬৩ জন রয়েছেন জেলা পর্যায়ের সফল ফ্রিল্যান্সার। শুধু খাগড়াছড়ি ছাড়া সব জেলাতেই রয়েছে ফ্রিল্যান্সারদের উপস্থিতি।

ফ্রিল্যান্সিং চলে ডায়াল-আপে

দেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ইমতিয়াজ আহমেদ সোহান। হাজী মোহাম্মদ দানেশ কলেজের এমবিএ মার্কেটিংয়ের ছাত্র। পাশাপাশি ঘরে বসেই এখন আয় করছেন ঘণ্টায় ৫ ডলার। ঢাকার এক বন্ধুর

ইমতিয়াজ আহমেদ সোহান

কাছ থেকে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে ধারণা পান তিনি। এটা ২০১০ সালের কথা। সে সময় ইন্টারনেট থেকে বেশ কিছু ডেমো নামিয়ে শিখতে শুরু করেন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ। ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে ৪২ ডলারে কাজ পেয়ে যান পাকিস্তানের জনৈক ডাক্তারের ওয়েবসাইট সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) করার কাজ। পাশাপাশি চলে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের ওপর দক্ষতা অর্জনের কসরত। এর পরের পর্বটুকু শোনা যাক সোহানের মুখ থেকেই– 'প্রথম অবস্থায় অনেক কষ্ট হতো বায়ার কী বলে তা বুঝতে এবং কী চায় তা জানতে। তবে আস্তে আস্তে আমি বায়ারের প্রয়োজনগুলো বুঝতে শিখি এবং সেই অনুপাতে কাজ করতে থাকি। এখন এত বেশি কাজ পাই যে, নিজে করে শেষ করতে পারি না!'

তবে কাজ করতে গিয়ে এখনও যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে সোহানের। তার ভাষায়, 'সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ইন্টারনেট কানেকশন। আমার এখানে কোনো ব্রডব্যান্ড কানেকশন নেই। তাই ডায়ালআপ কানেকশন দিয়ে কাজ করতে হয়। ২ থেকে ৫ কেবি স্পিড থাকে। মাঝে মাঝে বায়ারের সাথে কথা বলতে লাইন কেটে যায়!'

ইন্টারনেট থেকে জুটল বোনের বিয়ের খরচ

মোয়াজ্জেম হোসাইন শাকিল। সংবাদকর্মী। কাজ করেন এটিএন বাংলার কক্সবাজার প্রতিনিধি হিসেবে। পাঁচ সদস্যের কৃষক পরিবারের বড় সন্তান। পারিবারিক দৈন্যের কারণে অনার্স পড়া হয়নি। বিএ পাস করার আগেই হাল ধরতে হয়েছে সংসারের। একমি আইটি লিমিটেডের কক্সবাজার সেন্টারে আয়োজিত আউটসোর্সিং বিষয়ক সেমিনারের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেন সাংবাদিকতার পাশাপাশি আউটসোর্সিং করবেন। কিছু বাড়তি আয় করে বোনকে বিয়ে দেবেন যোগ্য পাত্রের সাথে।

সচ্ছলতা আর বর্ণিল জীবনের স্বপ্নের হাতছানিতে আর তর সইছিল না। তাই ঝটপট (গত বছরের ২১ এপ্রিল) ওডেস্কে একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন। ওইদিনই ইন্টারনেট থেকে টিউটরিয়াল নামিয়ে শিখতে শুরু করেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আর গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কাজও পেয়ে যান। এখন সাংবাদিকতার পাশাপাশি ঘরে বসেই আয় করছেন ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ইতোমধ্যেই বোনকে বিয়ে দিয়েছেন। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাও এখন বেশ ভালো হয়েছে। এর ওপর ফ্রিল্যান্সিং জীবনের এক বছর পূর্তির একদিন আগে বেসিস আউটসোর্সিং পদক পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত শাকিল। বললেন, 'জীবনের এমন প্রাপ্তি অভাবনীয়। তবে এবার দায়িত্ব বেড়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিজের দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টি এখানকার সব তরুণের মাঝে পৌঁছে দেব। তখন হরতাল- ▸

মোয়াজ্জেম হোসাইন শাকিল

অবরোধ আর পিছিয়ে দিতে পারবে না আমাদের অর্থনীতির গতি।'

'শুরুর দিকে কাজ পেতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তবে ধৈর্য ছাড়িনি। আমি কাজ শুরু করেছিলাম কাজ পাওয়ার জনপ্রিয় অনলাইন মার্কেটপ্লেস ওডেস্ক দিয়ে। আমি মূলত কাজ শুরু করেছিলাম 'ওয়েব ডেভেলপমেন্ট' দিয়ে। 'ওয়েব ডেভেলপমেন্ট' কাজ পাওয়ার জন্য ওডেস্কভিত্তিক কিছু অনলাইন টেস্ট দিতে হয়েছিল' জানালেন মোয়াজ্জেম।

পিছিয়ে নেই পাহাড়িরাও

দেশের সব অঞ্চলের মতো মুক্ত পেশাজীবীর মিছিলে শামিল হয়েছে আমাদের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীও। সংখ্যায় কম হলেও আউটসোর্সিং করে বেসিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন রাঙামাটি জেলার মনীষ চাকমা। ফ্রিল্যান্সিং করে মেটাচ্ছেন লেখাপড়ার খরচ। অসচ্ছল পরিবারের মুখেও হাসি ধরে রেখেছেন এ কমপিউটার গ্র্যাজুয়েট।

মনীষ চাকমা

ফ্রিল্যান্সিং জীবন নিয়ে মনীষ বলেন, 'বাবার মৃত্যুর পর মা আমাদের পরিবারের হাল ধরেন। অনেক কষ্ট করে আমার পড়ালেখার খরচ দিতেন। ডিপ্লোমা পাস করার পর ২০০৯ সালে যখন ডুয়েটে ভর্তি হই, তখন মনে মনে বিভিন্ন পত্রিকায় পার্টটাইম কাজের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখতাম। হঠাৎ একদিন খেয়াল করলাম অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করে অনেকে অনেক টাকা আয় করছে। আর আমি সিএসই সাবজেক্টে পড়াশোনা করার ফলে ওয়েব ডিজাইনের ওপর কিছুটা ধারণা ছিল। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম কিছু একটা করতে হবে। এরপর শুরু করলাম ২০১০ সালের শেষের দিকে। প্রথম কাজ পেতে প্রায় তিন মাস সময় লেগেছিল। শুরু দিকে এসইও, ডাটা এন্ট্রির কাজ করতাম। আর এখন ওয়ার্ডপ্রেস, ওয়েব ডিজাইনের কাজ করি। আশা আছে পড়াশোনা শেষ করার পর ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার।'

বছর তিনেক আগে আউটসোর্সিংয়ে নাম লেখান বান্দরবানের ছেলে জিরথাং লিয়ান বম। ওডেস্কে প্রকল্প হিসেবে বিভিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নির্মাণ ও ওয়েবসাইট ডিজাইনের কাজ করেন তিনি। পড়াশোনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ম্যাশেবল, টেকক্রাঞ্চের মতো তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক ব্লগ ওয়েবসাইটে নিয়মিত নজর রাখার পরামর্শ দেন নবীন ফ্রিল্যান্সারদের। বললেন, 'এই জগতে কাজ করতে ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার ওপর দক্ষতা থাকতে হবে। তাহলে কাজ হাতছাড়া হবে না।'

জিরথাং লিয়ান বম

বাবা চাকরি হারানোর পর...

বাবার চাকরি যাওয়ার পর বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন ভেস্তে যায়। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিয়েই শুরু হয় চাকরি খোঁজার কাজ। তখন তিনি বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সময়টা ২০০৯ সাল। ওই বছরের এপ্রিল মাসে এ খান হেলালুজ্জামান নামের এক বড় ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় এবং তার

নাজমুল হোসেন

মডেম ধার করে ব্লগিং দিয়ে শুরু হয় তার ফ্রিল্যান্সিং জীবন। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি আমেরিকার www.ecosmarte-onlinestore.com, http://www.cre-ativesafetysup-ply.com। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের সাথে। সেই সাথে http://www.internet-exposure. com নামের একটি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির সাথে। এ পর্যন্ত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, বিপণন, ব্লগিং ক্যাটাগরিতে চারশ'র মতো প্রজেক্ট সম্পন্ন করেছেন। এখন তার অধীনেই কাজ করছেন নয়জন ফ্রিল্যান্সার। এদের মধ্যে ছয়জনই কেনিয়ার অধিবাসী। বলছিলাম রাজবাড়ী জেলা কোটা থেকে পদক পাওয়া মুক্ত পেশাজীবী নাজমুল হোসেনের কথা। এখন তিনি ঘণ্টায় আয় করছেন গড়ে ১৫ ডলার।

ধার করে মডেম কিনে শুরু

নাজমুলের মতোই পারিবারিক অনটনের মধ্য দিয়ে ২০০৯ সালে ফ্রিল্যান্সিংয়ে যুক্ত হন পাশের জেলা ফরিদপুরের মো: মনিরুজ্জামান জনি। সরকারি রাজেন্দ্র কলেজে স্নাতক অধ্যয়নরত অবস্থায় সাইবার ক্যাফে থেকে ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে জেনেছেন তিনি। এরপর প্রথম ফ্রিল্যান্সার ডটকমে অ্যাকাউন্ট খুলে বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে একটি কমপিউটার ও ইন্টারনেট মডেম কিনেন। প্রথম দিকে ডাটা এন্ট্রি ও ওয়েব রিসার্চের মতো ছোট ছোট কাজ করে কয়েকটি রিভিউ পাওয়ার পর এখন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্সের কাজ করছেন।

মো: মনিরুজ্জামান জনি

ফ্রিল্যান্সার, তাই বিয়ে ভাঙল

হেমায়েত উদ্দীন চৌধুরী। ভোলার মনপুরার অধিবাসী। ঢাকায় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসইতে স্নাতকে অধ্যয়নরত অবস্থায় কাজ করেছেন ব্রাকনেট, অ্যাপটেক ও বিবিসিতে। তবে একঘেঁয়ে অফিস ধাতে সয়নি। তাই ২০১১ সালের মে মাসে নাম লেখান মুক্ত পেশাজীবীর দলে। তবে প্রথমদিকে পরিবারের প্রায় সবাই আড় চোখে দেখেছেন। এক পর্যায়ে যখন তিনি ঘণ্টায় ৮০ ডলার করে কাজ করতে শুরু করেন তখন শুরু হয় পাত্রী দেখা। সব কিছু ঠিকঠাক ছিল। তবে ছেলের পেশার ওপর ভরসা রাখতে পারেনি পাত্রী পক্ষ। তাই শেষতক বিয়েটা ভেঙে গেছে বলে জানালেন চলতি বছরে জেলা পর্যায়ে বেসিস ফ্রিল্যান্সার পদকপ্রাপ্ত এ যুবক।

হেমায়েত উদ্দীন চৌধুরী

বিদেশ ফেরত ফ্রিল্যান্সার

বিএসসি শেষ করে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে ২০১০ অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান হবিগঞ্জের আজাদ হুসেন। আসলে নয় সদস্যের পরিবারকে রেখে বাইরে থাকাটা সহজ ছিল না। তাই এক পর্যায়ে ওখানে পার্টটাইম জব করে টিউশন ও নিজের খরচ চালানোটাই মুশকিল হয়ে পড়ে। তার ওপর বর্ণবাদ নিয়ে মনটাও বিগড়ে যায়। অবশেষে একরকম রাগ করেই দুই মাস পর দেশে চলে আসেন। যোগ দেন একটি প্রাইভেট ফার্মে। কিন্তু টানা এক বছর মনের মতো কাজ করেও ন্যায্য বেতন না পেয়ে সেখানেও ইস্তফা দেন। এরপর ২০১১ সালের শেষ দিকে শুরু হয় ওডেস্কে বিড করা। কাজ পেয়ে যান। এখন তিনি ফুলটাইম ফ্রিলান্সার। আর সেই সুবাদেই জিতেছেন ফ্রিল্যান্সার অ্যাওয়ার্ড।

আজাদ হুসেন

যোগাড় হলো বাবার চিকিৎসার টাকা

২০০৯ সালে কমপিউটার ট্রেনিং করেন। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংসারের জোয়াল এসে পড়ে ঠাকুরগাঁও সদরের আবদুর রশীদের

আবদুর রশীদ

কাঁধে। বাবার চিকিৎসার টাকা জোগাড় এবং সংসার চালানোর জন্য তখন বন্ধুর পরামর্শে জড়িয়ে পড়েন ফ্রিল্যান্সিং জীবনে। ২০১১ সালের মাঝামাঝি ফ্রিল্যান্সার ডটকমে যোগ দিয়ে কাজও পেয়ে যান। ২০১২ থেকে সরাসরি চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করেন। সেই থেকে চলছে। এখন বাবা সুস্থভাবে বেঁচে আছেন। সংসারেও এসেছে সচ্ছলতা। তবে এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা এবং গতি অত্যন্ত শ্লথ হওয়ায় কাজে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে জানালেন তিনি।

কমপিউটার জগৎ থেকে ফ্রিল্যান্সিং

এনামুল হক

মাসিক কমপিউটার জগৎ পড়তে পড়তে প্রযুক্তির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে এনামুলের। পত্রিকা থেকে ফ্রিল্যান্সিং আগ্রহ। এখন পুরো দস্তুর মুক্ত পেশাজীবি।

ফ্রিল্যান্সিং জীবন নিয়ে বাগেরহাট জেলা থেকে বেসিস পদকপ্রাপ্ত এনামুল হক জানান, অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও পরিবারের সহযোগিতায় ২০০৯ সালে গ্রাফিক্স ডিজাইনকেই পেশা হিসেবে নিয়ে ওডেস্ক ডটকমে স্বল্প পরিসরে কাজ করেন। তবে নানা কারণে এখনও খুলনা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেনি মুক্ত পেশাজীবীদের সংখ্যা। এখনও পেশাটিকে অনেকেই গুরুত্ব দেন না। তাছাড়া এখনও এখানকার ইন্টারনেটের গতি ও সহজলভ্যতা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ছোট শহরগুলোতে এখনও এই সমস্যার কারণে আউটসোর্সিং বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। তার ওপর রয়েছে সঠিক দিকনির্দেশনা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। এ সমস্যগুলোর সমাধান করা হলে মফস্বলের ছেলেরা আর ঢাকামুখী হবে না বলে মনে করেন এনামুল।

আবদুল ওয়াদুদ তমাল। বাড়ি নওগাঁর বদলগাছির কৃৎপুর গ্রামে। ফ্রিল্যান্সিং জীবন নিয়ে তমাল জানান, ২০০৪ সালে অনার্স পাস করে নাভানা সফটওয়্যারে জুনিয়র ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে যোগ দেন। সেখান থেকে ২০০৮-২০১০ সাল পর্যন্ত কাজ করেন মাল্টিসোর্সিংয়ে। এরপর যোগ দেন গ্রামীণ সলিউশন লিমিটেডের প্রিন্সিপাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এবং এখানে কাজ করেন ২০১১ সাল পর্যন্ত। তবে গ্রামীণ সলিউশন লিমিটেডে কাজ করতে করতেই তিনি বাসায় বসে ওডেস্কে আউটসোর্সিংয়ের কাজ শুরু করেন। তারপর বেশ কিছু ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করার পর জব ছেড়ে দেন এবং অতঃপর নওগাঁয় ফিরে গিয়ে বাসায় বসে ফুলটাইম আউটসোর্সিং শুরু করেন।

মো: আবদুল ওয়াদুদ

নিয়মিত কমপিউটার জগৎ পাঠক ওয়াদুদ বলেন, প্রথম দিকে কাজ ছাড়ার ব্যাপারে পরিবার থেকে কিছু বাধার সম্মুখীন হলেও পরে সবাই মেনে নেন। তবে এ ব্যাপারে আমার স্ত্রী আমাকে খুব সাহায্য করেছে।

চাচা এবং এক বন্ধুর মাধ্যমে অনলাইনে কাজ ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু করেন কুমিল্লার গোবিন্দপুর খলিফা বাড়ির অধিবাসী জাহিদুল হাসান রনি। এরই মাঝে কুমিল্লা মডেল স্কুলে কমপিউটার অপারেটর পদে চাকরি পান। বাসায় ফিরে পরবর্তী এক বছর টানা রাত ৪টা পর্যন্ত কাজ করছেন। রনি বলেন, যখন দেখলাম আমার অফিসের কাজের পরিবর্তে অনলাইনে কাজ করে অনেক সুবিধা করতে পারছি, কিছুদিন পর আমি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিই। তারপর থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৬-১৮ ঘণ্টা আমি অনলাইনে কাজ করি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বর্তমানে ১০০০-২০০০ ইউএস ডলার উপার্জন করতে পারছি।

জাহিদুল হাসান রনি

মো: উসমান

মাসিক কমপিউটার জগৎ পড়তে পড়তে ১৬ বছর বয়সে শখের বশে প্রোগ্রামিং শেখেন সিলেটের মো: উসমান। এক সময় তিনি বুঝতে পারেন এটা যথেষ্ট ভালো পেশা। পরে ডিজাইনিংয়ে কাজটা তার নেশায় পেয়ে বসে। আর এখন সেই নেশাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন তিনি। তাই সিলেট পাড়ি জমানোর সুযোগ এলেও পায়ে ঠেলে বেছে নিয়েছেন মুক্ত পেশা জীবন।

মৃত্যু থেকে নতুন জীবনে

শরীয়তপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে প্রশিক্ষক (কমপিউটার) হিসেবে কাজ করতেন তিনি। ছিল একটি উন্নয়ন প্রকল্প। তাই প্রতিনিয়ত চাকরি হারানোর অমানবিক যন্ত্রণায় ভুগতে হতো ময়মনসিংহের এই তরুণকে। অবশেষে নয় বছর পর শূন্য হাতে গ্রামে ফিরতে হয় তাকে। এরপরের গল্পটি শুনব তার মুখেই– 'আমি বিবাহিত, স্ত্রী ও দুটি সন্তানসহ যখন গ্রামে ফিরলাম, তখন আমি ৩৫ বছর বয়সেই পরিবারে ও সমাজে পরিণত হলাম একজন অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর চেয়ে একটি অবহেলার পাত্র হিসেবে। দীর্ঘ দুই বছর পর যখন একই প্রকল্প আবার চালু হয়, বাঁধি নতুন করে আবার সরকারি চাকরির স্বপ্নের ঘর। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! আবারও মাসের পর মাস বেতন ছাড়া! এমনকি একটানা ১৩ মাস বেতন পাইনি। মাথায় আবারও বারবার আসে সেই চাকরি হারিয়ে পরিবারে ও সমাজে হীন হওয়ার স্মৃতি। নিজেকে প্রশ্ন করি– 'আমি কি জীবনযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত হেরেই যাচ্ছি?'

নজরুল ইসলাম

ঠিক এমন রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে এক প্রশিক্ষণার্থীর কাছে অনলাইন আউটসোর্সিং সম্পর্কে জানতে পারেন নজরুল। এরপর নকিয়া এন-৭০ দিয়ে শুরু হয় ভয়ানক নিম্নগতির ইন্টারনেটের সাথে তার আরেক নতুন জীবনযুদ্ধ! এই যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যেহেতু আমি কমপিউটার প্রফেশনাল ছিলাম, তাই অনলাইনে আয়ের সঠিক পথ বেছে নিতে কষ্ট হয়নি। তবুও ঘুমায়নি একটি বছর নিজের আয়ের খুঁটিটি গড়ে নিতে। মনে পড়লে কষ্ট হয় আমার এ পেশাকে কেউ বিশ্বাস করেনি। মফস্বল সমাজের মানুষ ভালো চোখে দেখেনি।'

শ্বাস নিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আসলে এ কাজের জন্য যে সামাজিক গণসচেতনতা এবং অবকাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, তা এখনও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন ভাবতে ভালো লাগে আমার কোনো আর্থিক কষ্ট নেই। কাজ করি প্রযুক্তির সর্বশেষ জগতে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানে ই-কমার্স এক্সপার্ট/বিজনেস ডেভেলপার হিসেবে।

দ্বিতীয় পেশা...

বর্তমানে স্বামী, সংসার ও চাকরির পাশাপাশি আউটসোর্সিংয়ের কাজ করছেন জামালপুরের সারা জাহান। ওয়েবসাইট উন্নয়নের পাশাপাশি পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে বর্তমানে সরাসরি বায়ারের কাজ করছেন ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের এই শিক্ষক। ২০১১ থেকে মুক্তপেশাজীবীর খাতায় নাম লেখানো সারার বাবা অবসরপ্রাপ্ত নৌ প্রকৌশলী মো: শাহজাহান এবং মা গৃহিণী শিরিন আকতার। দুই ভাই, এক বোনের মধ্যে ছোট সারা জাহান বর্তমানে হিসেবে কর্মরত। তিনি বলেন, 'বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে আউটসোর্সিংয়ের কাজ শুরু করছি। তাই চাকরির পাশাপাশি এটা চালিয়ে যাচ্ছি। নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের আউটসোর্সিংয়ের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।

সারা জাহান

যুব উন্নয়ন অধিদফ্তরে কর্মরত বাবা মো: আবুল হোসাইন ও মা গৃহিণী আসমা হোসাইনের ছেলে হুজাইফা কমপিউটার প্রযুক্তি বিষয়ে ডিপ্লোমা করেছেন। পাশাপাশি ২০১১ সাল থেকে নিয়মিত ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করে যাচ্ছেন পিরোজপুরের হুজাইফা আহমেদ। শুরুতে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করলেও এখন তিনি ওয়েবসাইট ডিজাইন ও উন্নয়নের কাজ করছেন। ওডেস্কে সব মিলিয়ে তিনি ৭৪টি প্রকল্পের কাজ শেষ করেছেন। এর মধ্যে প্রায় সব কাজেই সর্বোচ্চ রেটিং (পাঁচ তারকা) পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার ঘণ্টা কাজ করেছেন তিনি।

হুজাইফা আহমেদ

চাকরি ছেড়ে...

ব্যক্তিগত শাখায় ওয়েব ডিজাইন বিভাগে সেরা হয়েছেন রুয়েটের শুভংকর হালদার। ২০০৮ সাল থেকে আউটসোর্সিং শুরু করলেও ২০১২ সালে চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি ফ্রিল্যান্সার হয়ে যান খুলনার দিঘুলিয়ার এ যুবক। ওডেস্ক ও ইল্যান্সেই বেশি কাজ করেন। ওডেস্কে শতাধিক প্রকল্প রয়েছে তার। ওয়েবসাইট উন্নয়নের কাজ করে থাকেন তিনি। ভবিষ্যতে বিদেশি কোনো তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বাংলাদেশে বড় আকারের কোনো প্রতিষ্ঠান চালাতে চান সেই লক্ষে গড়ে তুলেছেন 'কোড মাজিক'। শুভংকরের মতে, নিজের পড়াশোনা শেষ করে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং জগতে পা রাখা উচিত।'

শুভংকর হালদার

মামুন সৃজন

মামুন সৃজন। জন্ম ঝিনাইদহে। চাকরির সুবাদে চুয়াডাঙ্গা, ঢাকা এবং গাজীপুর কয়েক বছর কাটালেও ফিরে গেছেন নাড়ির টানেই। ২০০৩ সাল থেকে মোটামুটি গ্রাফিক ডিজাইনের সাথে জড়িত। বর্তমানে ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ (আইওএস/অ্যান্ড্রয়িড) ডিজাইন করলেও ডিজাইনের হাতেখড়ি প্রিন্ট ডিজাইন থেকে। ২০০৭ এর নভেম্বরে নির্বাচন কমিশন এবং সেনাবাহিনীর উদ্যোগে পরিচালিত জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন কর্মসূচিতে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে কাজ শুরু। এরপর নিজের শহরের বাইরে প্রথম চাকরি চুয়াডাঙ্গা কোর্ট রোডে শিখা প্রিন্টিং প্রেস। বেতন খুবই সামান্য হলেও ডিজাইনকে সিরিয়াসলি পেশা হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্তটা তখনই পাকাপোক্ত হয়। সেই সাথে ইন্টারনেটে আসক্তিটাও।

ফ্রিল্যান্সিং জীবনে প্রবেশ সম্পর্কে মামুন জানালেন, ২০১০-এর ডিসেম্বরে বাবা যখন মারা গেলেন তখন বাড়িতে শুধু মা, ছোট বোন, স্ত্রী এবং এক বছর বয়সী একমাত্র মেয়ে। বললেন, আমি থাকতাম গাজীপুরে। এরকম অবস্থায় বাড়ি ফেরাটা আমার জন্য এরকম অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ফলে অনুপ্রেরণাগুলোই সিদ্ধান্তে রূপ নেয়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আগের টুকটাক ফ্রিল্যান্সিংটাকেই ফুলটাইম করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ২০১১-এর পয়লা মে সর্বশেষ চাকরিটা ছেড়ে বাড়ি চলে আসি। তারপর থেকে বাড়িতে বসেই কাজ করছি।

এখন ওডেস্ক ও ইল্যান্স মার্কেটপ্লেসে কাজ করছেন মামুন। ওডেস্কে তিনি ইতোমধ্যে সাড়ে ৯০০ ঘণ্টার বেশি কাজ করেছেন। গ্রাফিক্স ডিজাইনার গ্রুপে বেসিস ফিল্যান্সার পদকজয়ী এই তরুণ কাজ করছেন ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে।

ডিজাইন গ্রুপে ব্যক্তিগতভাবে চলতি বছরে ফ্রিল্যান্সিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ইন্টারনেট থেকে টিউটরিয়াল নামিয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ শেখা তানভীর জুনায়েদ। ২০১০ সালে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল উইনিভার্সিটিতে ট্রিপল'ই' বিষয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় মুক্তপেশাজীবনে পা রাখেন নওগাঁর এই ছেলেটি। দুই বছর

তানভীর জুনায়েদ

১৮ পেরিয়ে ওরা ১৮ জন

ব্যক্তি পর্যায়ে ফ্রিল্যান্সিংয়ে অবদান রাখায় চলতি বছরের বেসিস ফ্রিল্যান্সার পদক দেয়া হয়েছে ১৮ ফ্রিল্যান্সারকে। পদক বিজয়ীরা হলেন– নরসিংদীর মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, সেলিম সাজিদ, শাফিউল আলম বিপ্লব, নিয়াজ মাখদুম, রাজশাহীর এইচএম মুনাফ অর্ণব, রাজত চক্রবর্তী, মামুন সৃজন, আসিফউজ্জমান, খন্দকার আহসান হাবিব, তানভীর জুনায়েদ, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, শুভঙ্কর হালদার, বনি ইউসুফ, মইনুল ইসলাম আল মামুন, সজীব সরকার, গোলাম মওলা, সাব্বির আহমেদ এবং আলী আসগর। এদের বেশিরভাগের বয়স ১৮। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন

এদের মধ্যে নরসিংদীর **মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন** কাজে সহায়তার জন্য একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করেছেন। মোবাইল অ্যাপস এবং মাইক্রোসফট শেয়ার পয়েন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট ও বিজনেস ইন্টিলিজেন্স পরামর্শক হিসেবে কাজ করা এই তরুণ মুক্ত পেশাজীবীর কাতারে নিজের নাম লেখান ২০১১ সালে। এখন তিনি ঘরে বসেই মাসে আয় করছেন ৭৫ হাজার টাকা।

একইভাবে ঘণ্টায় ১২ ডলার হিসেবে মাসে ৫০ হাজার টাকা আয় করছেন রাজশাহীর **এইচএম মুনাফ অর্ণব**। ২০১০ সাল থেকে ফ্রিল্যান্সিং করা এই যুবক পদক পেয়েছেন অনলাইন ব্লগে দক্ষতা অর্জনের জন্য। একইভাবে আমেরিকা, ফিলিপাইন ও চীনে সহযোগী নিয়োগ করে ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সিং করছেন ভোলার **বনি ইউসুফ**। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করা এই যুবকের ঘণ্টাপ্রতি আয় ৩৫ ডলার। দেশে বসেই আমেরিকার ম্যাডওয়েল ইন করপোরেশনের অধীনে ম্যাডোনা, ম্যাডওয়েলের মতো বিশ্বমানের কোম্পানির ওয়েবের জন্য কাজ করছেন তিনি। একইভাবে আমেরিকার এক বায়ারের সাথে চুক্তিভিত্তিক কাজ করছেন ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসই বিভাগে স্নাতক অধ্যয়নরত বরগুনার **সাব্বির আহমেদ**। এখন তার দলে যোগ দিয়েছেন আরও ১৩ জন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত মোট ১২ ঘণ্টা কাজ করে এই টিম। ২০১২ সালে ১ লাখ ২১ হাজার ইউএস ডলার আয় করেছেন তিনি। একইভাবে চাকরি ছেড়ে শুধু ফ্রিল্যান্সিং করে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সুনামগঞ্জের **শফিউল আলম বিপ্লব**। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর এই যুবক বর্তমানে ব্যক্তিগতভাবে মাসে আয় করেন ২ লাখ টাকা। অভিজ্ঞ এই জাভা ডেভলপারের অধীনে মুক্ত পেশায় রোজগাড় করছেন আরও ২২ জন।

এইচএম মুনাফ অর্ণব

বনি ইউসুফ

সাব্বির আহমেদ

শফিউল আলম বিপ্লব

আগে ওডেস্কে ঘণ্টায় ৮ ডলারে কাজ পাওয়া তরুণটি নিজ দক্ষতাগুণে এখন কাজ করেন ৯০ ডলারে। গত বছরেও এই অংকটা ছিলো ৪৪ ডলার। এখন ৬০০০ ডলারে ফুলটাইম কাজ করছেন বোস্টন ভিত্তিক কোম্পানি বাইসেলঅ্যাড'র লিড ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনার হিসেবে। পাশাপাশি সানফ্রান্সিসকো ভিত্তিক অপর একটি কোম্পানিতে পার্টটাইম হিসেবে কাজ করছেন ৪০০ ডলারে। ওডেস্কে পাঁচ তারকা প্রাপ্ত জুনায়েদ এখন পা বাড়িয়েছেন নবীন উদ্যোক্তার পথে।

৬ মাস অপেক্ষার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে ধারণা পেয়ে 'আউটসোর্সিং লার্নিং' বিষয়ক সিডি কিনে আউটসোর্সিংয়ের কৌশল রপ্ত করেন চট্টগ্রামের মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম। এটি ২০১০ সালের কথা। তখন তিনি চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার প্রকৌশল বিভাগের ছাত্র। ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কাজের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ছয় মাস। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। এখন দৈনিক ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করছেন। কখনও কখনও সারারাত কাজ করে সকালে ঠিকই ক্লাস করেছে। এভাবেই ধৈর্য আর নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য জেলা কোটায় বেসিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কামরুল।

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম

মুক্ত পেশায় নারী

জেলা পর্যায় ছাড়াও নারী কোটায় তিনজন, ১৮ জন ব্যক্তি পর্যায়ে এবং বাকি ১৫ জন প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অর্জন করেছেন বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড ২০১৩। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের সিএসই বিভাগ থেকে স্নাতক শেষে টানা তিন বছর চাকরি করে ২০১০ সাল থেকে বেছে নেন মুক্ত পেশাজীবীর জীবন। এই সময় উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে পাড়ি জমান সফটওয়্যার প্রকৌশলী স্বামী। স্বামীর উৎসাহে তখন থেকেই ঘরে বসে আয় করার বিষয়ে মনোযোগী হন রাজশাহীর এই মেয়েটি। এখন ঘণ্টায় গড়ে ১৬ ডলার আয় করছেন ইদ্রিস আলী ও শিরিন আক্তারের একমাত্র মেয়ে শাহরিনা ইয়াসমিন। তিনি মনে করেন, পরিবার প্রতিপালনের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য সময়ের সবচেয়ে উপযোগী পেশা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং। এতে করে ঘর সামলানোর পাশাপাশি বাড়তি আয়ও যেমন হয়, তেমনি সময়ও অপচয় হয় না। তবে এজন্য পরিবারের সাপোর্ট সবচেয়ে জরুরি। আগামীতে একজন নারী উদ্যোক্তা হয়ে নারীদের মুক্ত পেশাজীবী হতে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করতে চান নারী বিভাগে বেসিস পদক পাওয়া ইয়াসমিন।

শাহরিনা ইয়াসমিন

সেরা ১৫ প্রতিষ্ঠান

* অসথ আইটি রিসার্চ কনসালট্যান্সি
* এসোনিক এশিয়া লি.
* এম অ্যান্ড এইচ ইনফরমেটিকস (বিডি) লি.
* ব্রেইন স্টেশন ২৩
* স্ট্রাকচারড ডাটা সিস্টেম লি.
* কাজ সফটওয়্যার লি.
* সেনট্রানা বিডি (প্রা.) লি.
* এটিআই লি.
* এমএফ এশিয়া লি.
* আমরাভি লি.
* সার্ভিস ইঞ্জিন লি.
* গ্রাফিক পিপল লি.
* শিহালা আইটি লি.
* বোর্ডিং ভিসতা লি.
* পিক্সেল টেকনোলজিস লি.

নিরাপত্তাহীনতায় ফ্রিল্যান্সাররা

গত ১৭ এপ্রিল বেসিস সেরা ফ্রিল্যান্সিং পদক গ্রহণের পরদিন এলাকার মাস্তানদের হাতে নিগৃত হয়েছেন এক উদীয়মান মুক্ত পেশাজীবী। গলায় ছুরি ঠেকিয়ে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে নগদ ৭৩ হাজার টাকা। নিরাপত্তার স্বার্থে পরিচয় গোপন করে চলতি বছরের সেরা এ ফ্রিল্যান্সার জানিয়েছেন, 'এলাকার সাত প্রভাবশালী ওইদিন রাতে বাসায় এসে আমাদের ১৪টি কমপিউটার দেখে বলে ভালোই তো কামাস। এখন থেকে মাসে মাসে চাঁদা দিবি। আর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে নিয়ে যায় বাসায় রাখা ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে জমা ৭৩ হাজার টাকা। চাঁদা না দিলে সমস্যা হবে এমন হুমকি পেয়ে মগবাজার মধুবাগের বাসা ছেড়ে দিয়েছি। ওই এলাকা ছেড়ে ২৫ এপ্রিল থেকে নতুন ঠিকানায় উঠেছি। জানি না এখানে কতদিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারব।'

২০১০ সালে লেখাপড়ার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ে যুক্ত হওয়া ২৪ বছর বয়সী এ তরুণের গ্রামের বাড়ি বরগুনা। চার ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ এখনও শেষ হয়নি। ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসই বিভাগে স্নাতক করার পাশাপাশি অনলাইন মার্কেটিং করে ২০১২ সালে ১ লাখ ২১ হাজার ইউএস ডলার আয় করে ব্যক্তিগত ক্যাটগরিতে অর্জন করেছেন বেসিস সেরা ফ্রিল্যান্সার পদক।

হুইল চেয়ারে বিশ্বকর্মী

ছোটবেলায় পোলিও নামের ঘাতক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সেই থেকে নিজের পায়ে দাড়ানো বন্ধ হয়ে যায় তার। তিন মেয়ের পাশাপাশি একমাত্র ছেলের শারীরিক সীমাবদ্ধতা দেখে দারুণ ভেঙে পড়েন সালাউদ্দিন-জাহেদা বেগম দম্পতি। একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবার আয়ে টানাপোড়েনের সংসার। তবে তার এই শারিরীক সীমাবদ্ধতায় কোন বাধা নেই মুক্ত পেশায়। তাই ঘরে বসেই আয় শুরু করেন জাহিদুল ইসলাম। আজকের জাহিদ হয়ে উঠতে সব কৃতিত্ব দেন নিজের মাকে। তিনি বলেন, যে কোনো মূল্যে পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে ঢাকার মিরপুরের বাসা থেকে মা আমাকে কোলে করে প্রতিদিন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নিয়েছেন। ক্লাস শেষে আবার কোলে করে বাসায় ফিরেছেন। ২০০০ সালের মায়ের কোলে করেই শহীদ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন জাহিদ। সিঁড়ি বেয়ে তিন তলার ক্লাসে নিয়ে যাওয়ার কাজটি মা ছাড়া কেইবা করতে পারে। মা হয়ে ওঠেন তার নিয়মিত বাহন। তবে এক বছর পরই মা অসুস্থ হয়ে পড়লে আবার স্কুল নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় জাহিদের। এ সময় একজন রিকশাওয়ালাকে আনা-নেয়ার জন্য রাখা হয়। ২০০৫ সালে বাণিজ্য বিভাগে মাধ্যমিক এবং ২০০৭ সালে আদমজী ক্যান্ট. পাবলিক কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। এরপর টিউশন ফিতে বিশেষ ছাড়ে সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ শেষ করে নিজের আয়ে এখন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ করছেন। জাহিদের স্বপ্ন উচ্চতর ডিগ্রির জন্য বিদেশে পড়তে যাওয়ার। আর এমন স্বপ্ন কিংবা সাহসটি সঞ্চয় করিয়ে দিয়েছে ফ্রিল্যান্সিং। ২০১০ সালে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আর ই-মেইল মার্কেটিং এর মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেন। কমপিউটারের সামনে হুইল চেয়ারে বসেই হয়ে ওঠেন বিশ্বকর্মী। তথ্যপ্রযুক্তিতে খুব বেশি দক্ষ না হয়েও ঘরে বসে মাসে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঠিকই আয় করেন। তার ভাষায়, চলাচলে অক্ষম একজন মানুষের জন্য কাজের ক্ষেত্র হিসেবে ফ্রিল্যান্সিংয়ের চেয়ে ভালো বিকল্প আর হয় না। কমপিউটারের সামনে হুইল চেয়ারে বসে বিশ্বকর্মী হয়ে ওঠার এই সুযোগ বলতে গেলে লুফে নিয়েছেন তিনি। জাহিদ বলেন, আমি সত্যি খুশি যে, আমার সীমাবদ্ধতা নিয়েও নিজের জন্য কিছু করতে পারছি, পরিবারের জন্য কিছু করতে পারছি। ভবিষ্যতে নিজেকে সফল মানুষ হিসেবে দেখতে চান জাহিদ। আর চান শারিরিক সীমাবদ্ধতা থাকা লোকদের জন্য সফল জীবনের রূপকার হতে। নিজের মতো অন্যদেরও ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে নিজের জীবনের গল্পটিকে বদলে দিতে চান। তবে প্রতিবন্ধীবান্ধব প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো না থাকায় তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তারা এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন বলে বিশ্বাস জাহিদের। কজ

জাহিদুল ইসলাম